ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 122 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৭৮ ● কলকাতা ● ৩০ আশ্বিন, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ১৭ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 85

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

জানি না, এটা খাত না পাতাল লোক?" আমি পাতাল লোকের সম্বন্ধে ছোটবেলায় বইতে গল্প পড়েছিলাম। কখন কখন মনে হত, "পাতাল লোক, পাতাল লোক বলে, তা এটাই হবে। কারণ উপর থেকে নীচে কতটা এসেছি, কে জানে। আর নীচ থেকে উপরের কিছু তো দেখাই যাচ্ছে না।" আমি ভাবছিলাম এই খাতে কখনও কেউ এসেছে কিনা। কিন্তু ঐ খাত প্রাকৃতিক দৃষ্টি থেকে খুব সুন্দর ও শান্ত ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করার জন্য খুব উপযুক্ত স্থান ছিল।

ওখানে কোন মানুষই ছিল না, তাই মানুষের বিচারও ছিল না আর না ছিল কোন বৈচারিক প্রদূষণ। বিচার হল অপ্রাকৃতিক।

ক্রমশঃ

'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা'র ঘোষণা অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বর্তমান যুগ ডিজিটাল যুগ। সকলের হাতে মোবাইল ফোন। তাই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ফোনকে 'অস্ত্র' বানিয়ে বিরাট উদ্যোগ তৃণমূল সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ।ছাব্বিশের ভোটের আগে ডিজিটাল মাধ্যমে নতুন কর্মসূচি নিয়ে হাজির তৃণমূল সাংসদ।অভিষেকের আর্জি, 'যে সকল তরুণ-তরুণী বাংলাকে অপমানিত হতে দিতে চায় না, তাঁদের উদ্দেশে আমার আহ্বান - এটাই আপনাদের সময়। ডিজিটাল যোদ্ধা হিসেবে যোগ দিয়ে বাংলার ভবিষ্যতকে আরও শক্তিশালী করুন। নিচের লিঙ্কে গিয়ে রেজিস্টার করুন এবং একসাথে দেখিয়ে দিন বিশ্বকে—যখন বাংলার মানুষ একত্রে গর্জন করে, তখন কী অসাধ্য সাধন করা যায়।' এবার বিধানসভা ভোটের আগে অভিষেকের নয়া কর্মসূচী কতটা প্রভাব ফেলতে পারে সেটাই দেখার।নাম 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা'। আর এই কর্মসূচীর মাধ্যমে ডিজিটাল মাধ্যমে লড়াইয়ের ঘোষণা করে দিলেন অভিষেক।

বিধানসভা ভোটের আগে 'আমি

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE • 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে উত্তর দিনাজপুর- এর সিংহী বাড়ির পুজো

বেবি চক্রবর্ত্তী

৪০০ বছরের ইতিহাস আজও বয়ে নিয়ে চলেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের ডুমরাডাঙ্গী গ্রামের বাসিন্দা দেবাশিস সিংহের পরিবার। এই পূজা বিহারের জমিদার প্রীতিচাঁদের কালী পূজা এখনও ভক্তি সহকারে পূজা করছে দেবাশিসের পরিবার। দিপাবলীর পরের দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজাকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ মানুষ পূজা দিতে হাজির হন একশোরও বেশি। পাশাপাশি বিশেষ দৃষ্টি এখানে পায়েরা ও পাঠা বলি হয়। কথিত আছে প্রায় চারশো বছর আগে বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার বাসিন্দা প্রীতিচাদঁ জমিদার এলাকার মানুষকে উৎসব মুখর করে তুলতে জুঝারপুরীয়ানি কালী মায়ের পূজো শুরু করেছিলেন। বিহার থেকে ডুমরাডাঙ্গী বাংলায় এসেছে। জমিদারি প্রথা কালের নিয়মে অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে । জমিদারের পূজার দায়িত্ব সামলাতেন ললকেশ্বর সিংহ । জমিদার প্রীতিচাঁদের মৃত্যু হবার পরই সেই পূজোর ললকেশ্বর সিংহ নিজের কাধে তুলে নেন। ললকেশ্বর ডুমরাডাঙ্গী এলাকার একজন ভালো বিচারক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

এছাড়াও তিনি বেঁচে থাকতেই পূজোর দায়িত্বভার তাঁর জামাই কাঠুলাল সিংহ কে দিয়ে যান। সেই পরিবারেই দীর্ঘদিন ধরে পুজো করছেন। তার মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে সুশীল সিংহ গত ৫১ বছর ধরে নিজে নির্মাণ ও পূজো করতেন। গত তিন বছর আগে সুশীল সিংহ মারা যান গত তিন বছর থেকে তার তিন ছেলে সামলাছেন দেবাশিস সিংহ, পলাশ সিংহ ও আশুতোষ সিংহ সেই কালীপূজা। মাঝে আর একদিন বাকি । পূজোর প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে।কথিত আছে মাকালীর কাছে ভক্তরা যা মানত করে সেই মনস কামনা পূর্ণ করে জুঝারপুরীয়ানি কালী মা । তাই পূজায় বিহার, সহ বাংলার একাধিক জেলার মানুষ এই পূজায় অংশ নেন যেমন - উত্তর দিনাজপুর , বালুরঘাট, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, কলকাতা সহ বিহার রাজ্যে থেকে । এই পূজো নিয়ে আশুতোষ সিংহ বলেন মহালয়ার পরের দিন থেকে ঠাকুর নির্মাণের কাজ শুরু হয় ডুমরাডাঙ্গী গ্রামে নিজেরাই নির্মাণ করেন এবং দিপাবলীর দিন সম্পন্ন হয় । দিপাবলীর দিন সারারাত ধরে ডুমরাডাঙ্গী গ্রামে মায়ের সন্ধ্যা পূজোর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং ঐই দিন ভোর বেলা ডুমরাডাঙ্গী গ্রাম থেকে জুঝারপুর থানে রাখতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত ভীড় করেন। জুঝারপুর পৌঁছানোর পর পূজো দিতে সারাদিন ভক্তদের ভীড় থাকে পথা মেনে ওই দিন সন্ধ্যার পর কালি মায়ের বিসর্জন করা হয়।

গুজরাতে মুখ্যমন্ত্রী বাদে আচমকা সব মন্ত্রীর ইস্তফা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কী কাণ্ড ! একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী বাদে গুজরাতের রাজ্য মন্ত্রিসভার সকল মন্ত্রী পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে রাজ্যমন্ত্রিসভার প্রায় সকলেই একসঙ্গে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।সূত্রের খবর, নতুন মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণের জন্যে গুজরাত রাজ্য সভাপতি জগদীশ বিশ্বকর্মা, মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ছাড়া রাজ্য সরকারের ১৬ জন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলেছেন। আর

এরপর ৩ পাতায়

বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের হুঙ্কার শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শুভেন্দু অধিকারীর মুখে ফের 'রাষ্ট্রপতি শাসন'। বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের কাজ চলছে। সেই আবহেই ফের রাষ্ট্রপতি শাসনের হুঙ্কার দিলেন বিরোধী দলনেতা। কবে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হতে পারে, তার দিন ক্ষণও ঘোষণা করে দিলেন তিনি। এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষও একই অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, "রাজ্যকে নানা ভাবে বিব্রত করতে চেয়েছে বিজেপি। টাকা বন্ধ করেছে, আবাসের, ১০০ টাকা, বকো টাকা বন্ধ করার পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে তাণ্ডব করিয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী দেখিয়েছে, নির্বাচন কমিশন দেখিয়েছে। কিন্তু কোনও কিছুতেই লাভ হয়নি। বাংলার মানুষ মাথা উঁচু করে লড়াই করছেন। তাই এখন ভোটার তালিকায় হাত দিচ্ছে। মহারাষ্ট্র, দিল্লিতে দেখেছি, অন্য রাজ্য থেকে কপি-পেস্ট করে সেখানকার তালিকায় বসিয়ে দিয়েছে। বাংলায় সুবিধা করতে পারেনি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপত্তি করেছেন। তাই এখাবকার ভোটার তালিকায় কতখানি কারচুপি করা যায়, সেই চেষ্টা হচ্ছে। আমরা স্পষ্ট বলছি, একজন বৈধ ভোটার, নাগরিকের গায়েও হাত দেওয়া যাবে না।"নাগরাকাটায় দাঁড়িয়ে বৃহস্পতিবার ফের রাষ্ট্রপতি শাসনের হুঙ্কার দিলেন শুভেন্দু। খগেন মুর্মুর উপর হামলার প্রতিবাদে নাগরাকাটার প্রতিবাদ মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "মোদিজি সবার জন্য, সকলের জন্য কাজ করেন। কোনও চিন্তা করবেন না। অনুপ্রবেশকারী, টাটা বাই বাই। SIR-এর সেমিফাইনালেই পিসি এবং ভাইপো ভোকাট্টা। তাই চিৎকার করছে, SIR করতে দেব না। দম থাকলে আটকে দেখান।" (Suvendu Adhikari)
শুভেন্দু আরও বলেন, "বলছে,

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের হুঙ্কার শুভেন্দুর

'২ তারিখ থেকে মিছিল করব'। করুন মিছিল। আমরাও পাল্টা মিছিল করব, নো SIR, নো ইলেকশন। SIR করতে দেবেন না, ভোটার লিস্ট তৈরি হবে না, ভোটার লিস্ট তৈরি না হলে ভোট হবে না। ভোট না হলে ২০২৬ সালের ৪ মে রাত ১২টার পর রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে। তাহলেই ভোকাট্টা হয়ে যাবেন। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোথায় থাকবেন! থাকতে পারবেন না।" শুভেন্দুর এই হুঙ্কার নিয়ে মুখ খুলেছেন তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, "শুভেন্দু অধিকারী খুব ভাল করে জানেন যে, বাংলায় অবাধ ভোট হলে, বিরোধী দলনেতা হওয়ার জন্য যে সংখ্যা প্রয়োজন, তা তিনি পাবেন না। তাই ওঁকে হয় ভোট চুরি করতে হবে, নইলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে হবে। তাই হয় SIR করে হয় বিহারের মতো ন্যায্য ভোটারের নাম বাদ দিতে হবে, নইলে রাষ্ট্রপতি শাসন। বাংলার মানুষ অবাধ ভোট দিলে, উন্নয়ন এবং মমতার পক্ষে থাকবেন। তাই হয় ভোট চুরি, নইলে গায়ের জোরে ডাকাতি। রাষ্ট্রপতি শাসন করে গণতন্ত্রের ডাকাতি। আর কোনও জায়গা নেই বুঝেই এসব বলছেন। বাংলার মানুষ গণতন্ত্রের হত্যাকারীদের চিরকাল ঘৃণা করে এসেছেন, ২০২৬-এর তার প্রতিফলন দেখা যাবে। এ রাজ্য থেকে বিজেপি-কে বিদায় করবেন।"

(২ পাতার পর)

গুজরাতে মুখ্যমন্ত্রী বাদে আচমকা সব মন্ত্রীর ইস্তফা

সেইমতো ১৬ জন মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। এখন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগপত্র রাজ্যপালের কাছে জমা দেবেন। বিজেপি সূত্রের খবর, সংগঠন ও সরকারের নতুন শক্তি সঞ্চার করার লক্ষ্যে এই পরিবর্তন আনা হচ্ছে। রাজ্যে তরুণ ও নবীন মুখদের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কৌশলকে আরও শক্তিশালী করতে চায় দলীয় নেতৃত্ব। আগামী ২০২৭ সালে গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তার আগেই বিজেপি প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক উভয় স্তরেই একটি নতুন দল প্রস্তুতের লক্ষ্যে এগোচ্ছে।গুজরাতের রাজনীতিতে একেবারে ঝটকা খাওয়ার মতো খবর! এই ঘটনায় রীতিমতো থরহরিকম্প শুরু হয়েছে বিজেপিতে। তবে সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে দলের সিনিয়র নেতারা মন্ত্রীদের পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানান। এরপর, মন্ত্রিসভার সমস্ত মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের পদত্যাগপত্র জমা দেন।

সেই অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাতে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মন্ত্রী পরিষদের পদত্যাগপত্র জমা দেবেন। তবে কেন এই পদক্ষেপ তা জানা যায়নি। কিন্তু ধারণা করা হচ্ছে যে, রাজ্যে সম্ভাব্য মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের জন্যে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত বিজেপি বা মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। তবে একসঙ্গে এতগুলো মন্ত্রীদের ইস্তফা, যা বিজেপির কাছে বড় ধাক্কা। তবে চিন্তার কারণ নেই। খবর অনুযায়ী, নতুন মন্ত্রী পরিষদ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে শপথ নেবে। এবং তাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডাও উপস্থিত থাকবেন।

গ্রেফতার দুই সরকারি কর্মী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বালুরঘাট বিএলআরও অফিসের চালান দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেফতার হলেন অফিসের দুই সরকারি কর্মী। ধৃতদের মধ্যে একজন সরকারি আমিন ও অন্যজন আপার ডিভিশন ক্লার্ক। দুজনের বাড়ি বালুরঘাটের। সরকারি আমিনের নাম বিষ্ণুবর্ধন মাহাতো ও আপার ডিভিশন ক্লার্কের নাম পার্থ দাস। বুধবার দুজনকে শহর থেকে গ্রেফতার করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।মূলত জমির মিউটেশন, কনভার্সন, ইটভাটা থেকে মাটি কেনা, অবৈধ পুকুর খনন বা মাটি পরিবহণ সংক্রান্ত জরিমানা বাবদ যে অর্থ সরকারি রাজস্ব আকারে জমা পড়ার কথা, সেই টাকার অঙ্ক কম দেখানো হয়। অথচ ম্যানুয়াল নথিপত্রে লেনদেনের পরিমাণ বেশি দেখানো হয়েছে। ফলে মূল অর্থ সরকারের ঘরে না গিয়ে মাঝপথেই গায়েব হয়ে গিয়েছে বলেই অভিযোগ ওঠে। যা নিয়েই তদন্ত চলছে। এই অভিযোগের তদন্তে নেমে পুলিশ এখন পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা

এরপর ৫ পাতায়

হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলেন দুর্গাপুরের নির্যাতিতার বাবা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলা ছেড়ে চলে যাবেন তাঁরা। কিন্তু তার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলেন দুর্গাপুরের নির্যাতিতার বাবা। ওড়িশা থেকে বাংলায় পড়তে এসে ধর্ষণের শিকার তাঁর মেয়ে। দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়া ওই নির্যাতিতা।উল্লেখ্য, দুর্গাপুরের ঘটনায় প্রথম থেকে গণধর্ষণের তত্ত্ব উঠে এলেও, তা আপাতত খারিজ করেছেন খোদ নির্যাতিতা। এদিন পুলিশকে গোপন জবানবন্দিতে বড় তথ্য তুলে দিয়েছেন তিনি। পুলিশের দাবি, নির্যাতিতা তাঁদের গোপন জবানবন্দিতে জানিয়েছেন, ধর্ষক একজনই। মেয়ের এইঘটনা প্রকাশ্যের আসার পর থেকেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছিলেন বাবা। প্রশ্ন তুলেছিলেন, আরজি করের তদন্ত নিয়েও। বেসুরো মন্তব্য করতে ছাড়েননি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। তবে বুধবার তাঁর সুর ছিল অনেকটাই নরম। এ যেন চলে যাওয়ার আগে 'আবেগের অনুরণন'।

এদিন নির্যাতিত ডাক্তারি পড়ুয়ার বাবা বলেন, 'আমি চাই না, আমার মেয়ের মতো অন্য কারওর এই রকম দশা হোক। আমরা বাংলা ছেড়ে চলে যাব। আমি প্রথম থেকেই বলেছি, সিবিআই তদন্ত করলে ভাল

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

এসআইআর বিতর্কে সতর্ক কমিশন! বিএলওদের সবরকমের নিরাপত্তার আশ্বাস

এসআইআরের (ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন) জেরে রাজ্যে উত্তাপ। ভোটের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ (SIR) ঘিরে অশান্তির আশঙ্কা। এই আবহেই প্রয়োজন পড়লে বিএলওদের নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে নির্বাচন কমিশন, সূত্রের খবর।এ ব্যাপারে বুধবার কমিশনের সঙ্গে দেখা করে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ । তাঁদের অভিযোগ, ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ গেলে রাজ্যের শাসকদল চাপে পড়তে পারে। তাই শুরু থেকেই বিএলওদের ওপর নানারকম চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাই প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার দাবি জানানো হয়েছে মঞ্চর তরফ থেকেও। এছাড়াও বিভিন্ন মহল থেকে বিএলওদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার দাবি উঠছে। এমন আবহে কমিশনের তরফে বিএলওদের আশ্বস্ত করা হয়েছে, কোনও ধরনের চাপের মুখে পড়লে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হবে।কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছু জায়গা থেকে বিএলওদের হেনস্তা বা চাপের মুখে পড়ার খবর আসছে। বিশেষ করে যেখানে এসআইআর রিপোর্টের ভিত্তিতে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে বা নতুন নাম অন্তর্ভুক্তি আটকে গিয়েছে, সেই এলাকাগুলোতে তৃণমূল এবং বিজেপি, উভয় শিবির থেকেই ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে সরকারি কর্মীদের। তাই কমিশন চাইছে, বিএলওরা যাতে নিরাপদে এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজনে পুলিশি সহায়তার বন্দোবস্ত করা হোক।

নির্বাচন কমিশনের এক পদস্থ কর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'বিএলওরা মাঠে নেমে কাজ করছেন। কারও রাজনৈতিক রোষের শিকার হলে সেটা বরদাস্ত করা হবে না। আমরা ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করেছি।'

সূত্রের খবর, কয়েকটি জেলার প্রশাসনের সঙ্গে এই বিষয়ে বৈঠকও করেছে কমিশন। সব জায়গায় নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি কোথাও বিএলওদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, তবে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, কসবা, খিদিরপুর, গুলশন কলোনির মতো কলকাতার একাধিক এলাকায় রীতিমতো ভয় দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। একাংশের দাবি, বন্দুক দেখিয়েও চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে BLO-দের ওপর। এমনকী কেউ কেউ 'সরাসরি প্রাণনাশের হুমকিও' পেয়েছেন বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে একাংশ বিএলও কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সপ্তম পর্ব)

থেকে জন্ম হয় পৃথিবীর বুকে রাজনীতি। আর এই রাজনীতি করেছিল স্বয়ং ভগবান শিব নিজেই, ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজনীতি করেছিলেন। আজ আমরা বর্তমান রাজনীতিতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে দেখিনা | আসলে এ কথাটি বলার মতন বা লেখার মতন ইচ্ছা আছে আমার ছিলনা। কিন্তু আমি সমাজের বহু তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বারবার উপলব্ধি করেছি, রাজনীতির জন্ম সূত্রপাত কোথা থেকে তাই এ কথাটি লিখতে বাধ্য হলাম। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেবাদিদেব

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলেন দুর্গাপুরের নির্যাতিতার বাবা

হয়। মমতা দিদি আমার মায়ের মতো, ওঁকে কোটি কোটি প্রণাম। যদি আমি কিছু ভুল মন্তব্য করে থাকি, আমাকে আপনার ছেলের মতো ভেবে ক্ষমা করে দেবেন। আমি চাই, আমার মেয়ে বিচার পাক। কারণ, ও শুধু আমার মেয়ে নয়। গোটা দেশের মেয়ে ওরা।'

ঘটনার পর দিনই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওড়িশা চলে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন দুর্গাপুরের ওই নির্যাতিত পড়ুয়ার বাবা। বাংলায় অনেক সাধ নিয়ে মেয়েকে পড়তে পাঠালেও, এখানে আর থাকতে চান না তাঁরা। তিনি জানিয়েছিলেন, ভুবনেশ্বরে মেয়েকে নিয়ে চলে যাবেন। সেখানের কোনও একটি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানোর জন্য ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝিকেও অনুরোধ জানাবেন। বুধবারও তাঁর মুখে শোনা গেল, সেইকথাই। নির্যাতিতার বাবা বললেন, 'সোনার বাংলা সোনার থাকুক। আমরা চলে যাব। অনেক আশা নিয়ে মেয়েকে ডাক্তারি পড়তে পাঠিয়েছিলাম। ওঁর ভবিষ্যৎ যা নষ্ট হওয়ার হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের কাছে একটাই অনুরোধ, ওঁকে বিচার দিন। আমরা আর এখানে আসব না।'

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সুকুমার সেন বলেন যে ঊষা ও নিশার উপাসনা অত্যন্ত প্রাচীন, এবং এই নিশা বা রাত্রি থেকে কালীর উত্থান ঘটেছে, এরকম ইঙ্গিত আছে। সুকুমার কালীর তিনটি রূপকল্পনার কথা উল্লেখ করেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পুলিশের গাড়িতে' অপহরণ, ডোমকলের সিভিক ভলান্টিয়ার-সহ গ্রেফতার ৮

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যে থানায় কর্মরত, সেই থানার পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে গেল অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে। বৃহস্পতিবার সকালে এক মুদি ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগে মোট আট জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। যাদের মধ্যে একজন আবার সিভিক ভলান্টিয়ার, আরেক জন প্রয়াত বিধায়ক ঘনিষ্ঠ। ঘটনা মুর্শিদাবাদের

ডোমকলের।অপহরণের ঘটনা সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম জড়াতেই তৃণমূলের দিকে তোপ দেগেছে বিজেপি। 'পুলিশের গাড়িতে' এমন অপহরণ প্রথম দেখলাম বলেই দাবি তাঁদের। পাশাপাশি, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে তারা। অপরদিকে এই ঘটনায় অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না বলেই আশ্বাস তৃণমূল শিবিরের। গোটা ঘটনায় প্রশাসন তৎপর ভাবে তদন্ত করছে বলেই জানান হাজিকুল ইসলাম ডোমকল ব্লক তৃণমূল সভাপতি। লাল চাঁদ

মণ্ডল নামে স্থানীয় এক মুদি ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগে মোট আট অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রথমে মোট সাত জনকে গ্রেফতার করে তাঁরা। পরবর্তীতে জেরায় উঠে আসে আরও এক অভিযুক্তের নাম। কিন্তু কেনই বা অপহরণ করা হল ওই মুদি ব্যবসায়ীকে? কী উদ্দেশ্য ছিল অভিযুক্তদের? ইতিমধ্যেই অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই ওই ব্যক্তিকে অপহরণ করে তাঁরা।এদিন এই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া প্রথম সাত অভিযুক্ত যথাক্রমে মমিনুল ইসলাম, সুমন মন্ডল, আজমির মন্ডল, ইমান উল কবির ,আনসারুল আনসারী, নয়ন শেখ ও হুমায়ুন কবীর ডোমকল এলাকারই বাসিন্দা। এঁদের মধ্যে হুমায়ুন কবীর ওই ডোমকল থানায় কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ার। সকালে সাতজন গ্রেফতার হতেই শুরু হয় জেরা। বেলা গড়াতেই গ্রেফতার করা হয় আরও একজনকে। নাম মহম্মদ আলী মুবারক। ইনি আবার ডোমকলের প্রয়াত তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ। অভিযুক্তদের ছাড়াও এই ঘটনায় চারটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

(৩ পাতার পর)

গ্রেফতার দুই সরকারি কর্মী

তা খতিয়ে দেখছে। বৃহস্পতিবার তাদের সাত দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে বালুরঘাট জেলা আদালতে তুলেছে পুলিশ। বিএলআরও অফিসের চালান সংক্রান্ত দুর্নীতির সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, গত জুলাই মাসে চালান দুর্নীতির তদন্তে বালুরঘাট ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে এসেছিল নবান্নের অর্থ দফতরের একটি স্পেশাল অডিট টিম। তারা এক সপ্তাহ ধরে তদন্ত চালিয়েছিল।

অন্যদিকে, গত ১৮ জুলাই বালুরঘাট ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিক রণেন্দ্রনাথ মণ্ডল এই অনলাইন চালান দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে বালুরঘাট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগের সময় তিনি পুলিশকে প্রয়োজনীয় একাধিক নথিও জমা দিয়েছিলেন। সেই তদন্তে উঠে আসে অন্তত ৩৫টি অনলাইন চালানে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। যার আর্থিক অঙ্ক ৪-৫ লক্ষ টাকা বলে সরকারি অফিস সূত্রে খবর।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Ranghunathal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নির্ভীক
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

রুশ তেল কেনা বন্ধ, ট্রাম্পের দাবির জবাবে যা বললো ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাঞ্চল্যকর দাবির জবাবে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছে ভারত। ট্রাম্প দাবি করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাকে কথা দিয়েছেন যে, ভারত আর রাশিয়ার তেল কিনবে না। তবে দিল্লি বলছে ভিন্ন কথা। ভারতের দাবি, আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক চাপ নয় বরং অস্থির জ্বালানি পরিস্থিতিতে ভারতীয় গ্রাহকদের স্বার্থ সুরক্ষিত করাই তাদের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য। বুধবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের কাছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে নয়াদিল্লি খুব শীঘ্রই রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করবে।

ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে পশ্চিমা শক্তিগুলো মস্কোর উপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়াতে চাইছে। ফলে ট্রাম্পের এই দাবি বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল ফেলে দেয়। ট্রাম্প বলেছিলেন, মোদি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে তারা আর রাশিয়া থেকে তেল কিনবেন না। এটা একটা বড় পদক্ষেপ।

এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক বিবৃতিতে জানান, ভারত তেল ও গ্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য আমদানিকারক দেশ। অস্থির জ্বালানি পরিস্থিতিতে ভারতীয় গ্রাহকের স্বার্থ সুরক্ষিত করাই আমাদের ধারাবাহিক অগ্রাধিকার। আমাদের আমদানি নীতি সম্পূর্ণরূপে এই উদ্দেশ্য নিয়ে সামনে আগাচ্ছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, জ্বালানির স্থিতিশীল মূল্য এবং সুরক্ষিত সরবরাহ নিশ্চিত করাই আমাদের জ্বালানি নীতির দ্বৈত লক্ষ্য। এর মধ্যে রয়েছে বাজারের পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের জ্বালানি উৎসের ভিত্তি প্রসারিত করা এবং যথাযথভাবে বৈচিত্র্য আনা।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জ্বালানি সহযোগিতা প্রসঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে জ্বালানি সংগ্রহ বাড়ানোর চেষ্টা করছে এবং বর্তমান মার্কিন প্রশাসনও সহযোগিতা গভীর করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এই বিষয়ে আলোচনা চলছে।

(১ম পাতার পর)

'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা'র ঘোষণা অভিষেকের

বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা' তৈরি অভিষেকের|

এই উদ্যোগের মাধ্যমে ডিজিটাল পরিসরে বাংলার মর্যাদা ও সত্য রক্ষার ডাক জন্য যুবসমাজকে আহ্বান জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।

'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা' বাংলার তরুণ প্রজন্মের জন্য বিশেষ উদ্যোগ অভিষেকের। জানা যাচ্ছে, এই উদ্যোগ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ, সংস্কৃতি ও পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস। একইসাথে এই নয়া উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে ভুয়ো খবর ও প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে তথ্যনির্ভর লড়াই।

সমাজমাধ্যমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলা আজ বহিরাগত বাংলা-বিরোধী জমিদারদের হাতে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও কালিমালিপ্ত—যারা মিথ্যা ও অপপ্রচারকে হাতিয়ার করে বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করছে, বিশেষ করে এই মুহূর্তে যখন এই লড়াই ডিজিটাল দুনিয়ায় প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।'

অভিষেক বলেন, 'এখন আমাদের দায়িত্ব হল বাংলার অধিকার, মর্যাদা ও সত্য রক্ষার জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে সামনে এগিয়ে আসা। তাই আমি শুরু করছি 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা'—একটি জনশক্তিনির্ভর, তরুণদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ডিজিটাল আন্দোলন। যার লক্ষ্য বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-পরিচয়কে রক্ষা করা, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা এবং বাংলার গর্ব ও অগ্রগতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া - ভারতের প্রতিটি প্রান্তে এবং সমগ্র বিশ্বে।'

ভারতের জন্য আকাশসীমা বন্ধের সময়সীমা বাড়াল পাকিস্তান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের নিবন্ধিত ও পরিচালিত সব ধরনের উড়োজাহাজ পাকিস্তানের আকাশপথ ব্যবহার করতে পারবে না, এমন নিষেধাজ্ঞা আরো এক মাসের জন্য বাড়িয়েছে ইসলামাবাদ। এই নিষেধাজ্ঞা আগামী ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে বলে জানিয়েছে পাকিস্তান বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ। খবর ডনের।

এই নিষেধাজ্ঞা ভারত থেকে আসা বা ভারতগামী বেসামরিক এবং সামরিক উভয় বিমানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যা পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। প্রাথমিকভাবে, গত ২৩ এপ্রিল এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এরপর থেকে কয়েক দফায় এর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

গত ২২ এপ্রিল ভারত অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে পর্যটকদের ওপর হামলার ঘটনার জেরে নয়াদিল্লি গৃহীত পদক্ষেপের পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলোর জন্য নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করে দেয় পাকিস্তান।

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলো উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কারণ মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য ভারতীয় বিমানগুলোকে বেশ দীর্ঘ রুট ঘুরে পাড়ি দিতে হচ্ছে।

সিনেমার খবর

‘ওয়ার ২’-এর ব্যর্থতা নিয়ে মুখ খুললেন হৃত্বিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বড় বাজেট, সুপারস্টারদের উপস্থিতি, তবুও দর্শকপ্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ অয়ন মুখার্জি পরিচালিত ‘ওয়ার ২’। সিনেমাটি ঘিরে তৈরি হওয়া উচ্চমাত্রার আগ্রহ শেষ পর্যন্ত হতাশায় রূপ নেয়। মুক্তির প্রায় এক মাস পর অবশেষে মুখ খুললেন ছবির অন্যতম প্রধান তারকা হৃতিক রোশন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের চরিত্র ‘কাবির’ নিয়ে একটি দীর্ঘ পোস্টে হৃতিক জানিয়েছেন, শুটিংয়ের সময় থেকেই এক ধরনের “অস্বস্তি” কাজ করছিল তার মনে।

দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইনস্টাগ্রামে দেওয়া পোস্টে হৃতিক লেখেন,“কাবির চরিত্রে অভিনয় ছিল দারুণ এক অভিজ্ঞতা। খুব স্বচ্ছন্দ ছিলাম। মনে হচ্ছিল, খুব সহজ হবে। জানতাম কী করতে হবে। এটা এমন এক কাজ যেখানে শুধু পারফর্ম করলেই চলবে কাজ শেষ, বাসায় ফিরে যাওয়া।”

তিনি আরও জানান, পরিচালক অয়ন মুখার্জির সঙ্গে কাজ করাটাও ছিল আনন্দদায়ক। তিনি বলেন, “অয়ন আমাকে দুর্দান্তভাবে পরিচালনা করেছে। সবকিছুই এত নিখুঁত মনে হচ্ছিল, যেন সফলতা নিশ্চিত। কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না, শুধু কাজটা ঠিকঠাক করলেই চলবে।”

হৃতিকের ভাষায়, সবকিছু নিখুঁত মনে হলেও, নিজের ভেতরেই চলছিল সংশয়। তিনি বলেন, “একটা কণ্ঠ বলছিল, সবই ঠিক আছে। কিন্তু আরেকটা বলছিল, সবটা খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে। আমি যেন সেই মানসিক প্রস্তুতি বা চ্যালেঞ্জটা অনুভব করছিলাম না, যা একজন শিল্পীর থাকা উচিত।”

প্রায় ৪০০ কোটি রুপি বাজেটের এই ছবি ছিল যশরাজ ফিল্মসের অন্যতম বড় প্রকল্প।

মূলত ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্লকবাস্টার ‘ওয়ার’-এর সিক্যুয়েল হিসেবে এই ছবির ঘোষণা হয়। প্রথম সিনেমাটি পরিচালনা করেছিলেন সিদ্ধার্থ আনন্দ, তবে দ্বিতীয় কিস্তির দায়িত্ব নেন অয়ন মুখার্জি।

এই ছবিতে হৃতিক ছাড়াও ছিলেন দক্ষিণী সুপারস্টার জুনিয়র এনটিআর, বলিউড তারকা কিয়ারা আদভানিসহ একঝাঁক পরিচিত মুখ। তবু দর্শকদের হৃদয় ছুঁতে পারেনি ‘ওয়ার ২’।

আবারও শিল্পার বিদেশ ভ্রমণ আটকে দিল আদালত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্যবসায়ী দীপক কোঠারির করা ৬০ কোটি রুপি প্রতারণা মামলায় আবারও আটকে গেলো বলিউপ অভিনেত্রী শিল্পা শেঠির বিদেশ সফর। তার স্বামী রাজ কুন্দ্রাকেও বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে মুম্বাই হাইকোর্ট।

বুধবার আদালত শিল্পা শেঠির শ্রীলঙ্কা সফরের আবেদন খারিজ করে দেয়। আদাল স্পষ্ট জানিয়েছে, ভ্রমণ অনুমতি পাওয়ার আগেই তাদের বিরুদ্ধে ওঠা প্রতারণার অভিযোগের ৬০ কোটি রুপি মিটিয়ে দিতে হবে।

মুম্বাই হাইকোর্ট এদিন জানায়, ইকোনমিক অফেন্সেস উইং কর্তৃক জারি করা লুকআউট সার্কুলার এখনও শিল্পা শেঠি এবং রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে বহাল রয়েছে। এর ফলে আদালত বা তদন্তকারী সংস্থার অনুমতি ছাড়া তাঁরা বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবেন না।

শিল্পা শেঠির আইনজীবী আদালতকে জানান, একটি ইউটিউব ইভেন্টে যোগ দেওয়ার জন্য ২৫ থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত তাকে কলম্বো যেতে হবে। কিন্তু যখন আদালত তার কাছে আমন্ত্রণপত্র দেখতে চায়। তখন আইনজীবী জানান, ফোনে কথা হয়েছে এবং সফরের অনুমতি পেলে তবেই আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হবে।

এই জবাবে সন্তুষ্ট না হয়েই বিচারপতি কড়া বার্তা দেন। আদালত মৌখিকভাবে মন্তব্য করেছে, প্রতারণার অভিযোগের ৬০ কোটি রুপি মেটানোর পরেই যেন তারা বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি চান। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৪ অক্টোবর ধার্য করা হয়েছে।

এর আগে গত সপ্তাহতেও মুম্বাই হাইকোর্ট শিল্পা এবং রাজ কুন্দ্রার থাইল্যান্ডের ফুকেট ভ্রমণের অনুমতি খারিজ করেছিল।

উল্লেখ্য, ব্যবসায়ী দীপক কোঠারি অভিযোগ করেছেন, শিল্পা শেঠি এবং রাজ কুন্দ্রা তাকে তাদের বর্তমানে বন্ধ হয়ে যাওয়া সংস্থায় ৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে রাজি করিয়েছিলেন। কিন্তু সেই টাকা তারা ব্যক্তিগতভাবে খরচে ব্যবহার করেছেন। মামলাটি শিল্পা, রাজ কুন্দ্রা এবং অভিনেতা অক্ষয় কুমারের চালু করা বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি বন্ধ হয়ে যাওয়া টেলিশপিং চ্যানেল সংক্রান্ত। এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইতিমধ্যেই রাজ কুন্দ্রা হাজিরা দিয়েছেন।

কেমন আয় করছে বরুণ-জাহ্নবীর সিনেমা?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বরুণ ধাওয়ান ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত রোমান্টিক-কৌতুকধর্মী সিনেমা ‘সানি সংস্কারী কি তুলসি কুমারি’ এখন চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মাঝে আলোচনার কেন্দ্রে। বক্স অফিসে ছবিটি মোটামুটি সাড়া পাচ্ছে, তবে আয় কিছুটা মন্দা অনুভব করছে।

মঙ্গলবার মুক্তির পর গত সোমবার ছবির আয় ৪২ % কমে দাঁড়ায় ৩.১৫ কোটি টাকা। যদিও শুক্রবার থেকে আয় কমেছে, তবুও ছবিটি আয় ভালোভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী, প্রথম পাঁচ দিনে ছবির মোট আয় ৩৩.৯০ কোটি টাকা। যদি প্রথম সপ্তাহে এমন ধারা বজায় থাকে, তাহলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে আয় ৪০ কোটি টাকার আশেপাশে পৌঁছাতে পারে বলে অনেকে অনুমান করছেন।

তবে ছবিটির পথে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে ‘কান্তারা: অধ্যায় ১’। দর্শকের মনোযোগ অনেকটাই সেখানেই বিনিয়োগ হচ্ছে।

‘সানি সংস্কারী কি তুলসি কুমারি’-র প্রথম প্রতিদিনের আয় ছিল ৯.২৫ কোটি টাকা। পরের দিন ৫.৫০ কোটি, তৃতীয় দিন ৭.৫০ কোটি, চতুর্থ দিন ৮.০০ কোটি, এবং পঞ্চম দিনে ৩.১৫ কোটি টাকার আয় করেছে।

শশাঙ্ক খৈতান পরিচালিত এই ছবিতে বরুণ-জাহ্নবীর পাশাপাশি অভিনয় করেছেন সান্যা মালহোত্রা, রোহিত সরাফ, মানীশ পল, অক্ষয় ওবেরয় ও অভিনব শর্মা।

অ্যাশেজে অনিশ্চিত প্যাট কামিন্স

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঐতিহ্যবাহী অ্যাশেজ সিরিজ শুরু হতে বাকি মাত্র ছয় সপ্তাহ। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার জন্য বড় দুঃসংবাদ দলের অধিনায়ক এবং সেরা পেসার প্যাট কামিন্সের খেলা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পিঠের চোট থেকে এখনও পুরোপুরি সেরে না ওঠায় সিরিজের শুরুর দিকের ম্যাচগুলোতে তার খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এমনকি পুরো সিরিজ থেকেই ছিটকে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে এই গতিতারকার।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম নাইন নিউজ ও নিউজ লিমিটেড-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কামিন্সের পিঠের হাড়ে স্ট্রেস সমস্যা থাকলেও সেটি এখনো পুরোপুরি সারেনি। তিনি এখনও বোলিংয়ের জন্য তৈরি নন। যদিও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু কবে মাঠে ফিরতে পারবেন তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানায়, অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি কামিন্সকে অ্যাশেজের দলে রাখবে কি না। প্রথম টেস্টে তিনি খেলবেন কি না, বা পুরো সিরিজ থেকেই ছিটকে যাবেন কি না সবই এখন সময়ের ওপর নির্ভর করছে।

গত মাসে কামিন্স নিজেই জানিয়েছিলেন, অ্যাশেজের শুরু থেকেই খেলতে চান, প্রয়োজনে ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত। কিন্তু তার বর্তমান শারীরিক অবস্থা সেই ইচ্ছার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী ২১ অক্টোবর পার্থে শুরু হবে অ্যাশেজ সিরিজ। পঞ্চম ও শেষ টেস্টটি হবে ৪ জানুয়ারি, সিডনিতে।

গত জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলার পর আর কোনো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে নামেননি কামিন্স। সেখান থেকেই শুরু হয় পিঠের ব্যথা। প্রথমে তা গুরুতর মনে না হলেও পরে স্ক্যান করে দেখা যায়, তার হাড়ে স্ট্রেস তৈরি হয়েছে। যদিও সেটি স্ট্রেস ফ্র্যাকচার নয়, তবে অল্প অনিয়মেই তা মারাত্মক রূপ নিতে পারে।

অ্যাশেজের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিরিজে কামিন্সের অনুপস্থিতি অস্ট্রেলিয়ার জন্য হবে বড় এক ধাক্কা। তার পরিবর্তে স্কট বোল্যান্ডকে একাদশে দেখা যেতে পারে। সঙ্গে আছেন নিয়মিত দুই পেসার জশ হেইজেলউড ও মিচেল স্টার্ক।

২০১৮ সাল থেকে অ্যাশেজ ট্রফি ধরে রেখেছে অস্ট্রেলিয়া। এবার সিরিজটি অনুষ্ঠিত হবে তাদেরই মাটিতে। উল্লেখ্য, ইংল্যান্ড ২০১০ সালের পর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় কোনো টেস্ট জিততে পারেনি।

ইয়ামালকে ছাড়াই ক্যাম্প শুরু করলো স্পেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পেশির চোটে আক্রান্ত হয়ে তরুণ উইঙ্গার লামিনে ইয়ামালকে ছাড়াই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু করেছে স্পেন জাতীয় ফুটবল দল। বার্সেলোনার তরফে অভিযোগ উঠেছিল, গত আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে ব্যথানাশক দিয়ে ইয়ামালকে খেলিয়েছিলেন কোচ লুই দে লা ফুয়েন্তে। তবে এই অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছেন স্পেন কোচ।

আসন্ন বাছাইপর্বে জর্জিয়া ও বুলগেরিয়ার বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ সামনে রেখে ক্যাম্প শুরু করেছে লা রোহা। তবে ইনজুরির কারণে দলে নেই ইয়ামাল। কাতালান ক্লাব বার্সেলোনা দাবি করে, সেপ্টেম্বরে জাতীয় দলে খেলতে গিয়ে ইনজুরিতে পড়েন ইয়ামাল এবং তার আগেও ব্যথা থাকা সত্ত্বেও তাকে খেলানো হয়েছিল। ফলে ঘরোয়া লিগে টানা চার ম্যাচ মাঠের বাইরে থাকতে হয় তাকে।

বার্সার অভিযোগ প্রসঙ্গে লুই দে লা ফুয়েন্তে বলেন, "আমরা কখনোই কোনো খেলোয়াড়কে ঝুঁকি নিয়ে খেলাই না। বরং কম বয়সী খেলোয়াড়দের উপর অতিরিক্ত চাপ দিচ্ছে ক্লাবগুলোই।"

ইয়ামাল সম্প্রতি রিয়াল সোসিয়েদাদ ও পিএসজির বিপক্ষে মাঠে ফিরলেও আবার নতুন করে চোটে পড়েছেন। একইসঙ্গে ইনজুরির তালিকায় যোগ দিয়েছেন ফরোয়ার্ড রদ্রিও।

উল্লেখ্য, বিশ্বকাপ বাছাইয়ের 'ই' গ্রুপে এরই মধ্যে দারুণ ফর্মে আছে স্পেন। গত মাসে বুলগেরিয়া ও তুরস্ককে হারিয়ে গ্রুপের শীর্ষে অবস্থান করছে তারা। জর্জিয়া ও বুলগেরিয়ার বিপক্ষে পরের দুই ম্যাচে জয় পেলেই নিশ্চিত হয়ে যাবে স্পেনের বিশ্বকাপের টিকিট।

ইসরায়েলি বাস্কেটবল দলকে অনুশীলন করতে দেয়নি বার্সেলোনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইসরায়েলি বাস্কেটবল দল হাপোয়েল জেরুজালেমকে নিজেদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুশীলন করতে দেয়নি স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনা। ক্লাব সূত্র এএফপিকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আগামী সপ্তাহে ইউরোকাপ প্রতিযোগিতায় বাসি মানরেসার বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে হাপোয়েল জেরুজালেম বার্সেলোনার পালাউ ব্লাউগ্রানা কোর্টে অনুশীলন করতে চেয়েছিল। কিন্তু কাতালান ক্লাবটি লজিস্টিক (যোগাযোগ ও পরিচালনাগত) ও জনশৃঙ্খলাজনিত কারণ দেখিয়ে তাদের এই অনুরোধ প্রত্যাখান করেছে।

ক্লাব সূত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, গাজা যুদ্ধের কারণে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাড়তে থাকায় তারা কোনো রকম সমস্যা চান না। এর পাশাপাশি, একই দিনে বার্সার হ্যান্ডবল ম্যাচের প্রস্তুতিও শুরু হবে। হাপোয়েলকে তাদের প্রতিপক্ষ মানরেসার কোর্ট ব্যবহারের অনুমতি দিতে হবে বলেও

জানানো হয়েছে।

বিডিএস আন্দোলন আগামী ১৫ই অক্টোবর ইউরোকাপ প্রতিযোগিতায় হাপোয়েল জেরুজালেম এবং বাসি মানরেসার ম্যাচটি বাতিলের দাবি জানিয়েছে। একই দিনে ইউরোলীগ প্রতিযোগিতায় ইজরায়েলের আরেক দল হাপোয়েল তেল আভিভের মুখোমুখি হবে ভ্যালেন্সিয়া বাস্কেট। এই ম্যাচটিও বাতিলের ডাক দিয়েছে বিডিএস আন্দোলন।

স্পেন সরকার ইজরায়েলের কার্যকলাপকে গণহত্যা বলে অভিহিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ গত সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক খেলাধুলা থেকে ইসরায়েলি দলগুলোকে বাদ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR